জ্বালানি খাতে পরামর্শক কোম্পানিঃ রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র

ডিটার রাইনহার্ট

বাংলাদেশধ্বংসী বিভিন্ন প্রকল্পে সোৎসাহে দেশ ও বিদেশের বহু ছোটবড় কোম্পানি যুক্ত হচ্ছে। যেসব দেশ কয়লা –পারমাণবিক প্রকল্প থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেসব দেশের ব্যবসায়িক গোষ্ঠীও বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে মুনাফার জন্য যা খুশি করা সম্ভব, এসে ব্যবসা জমাচ্ছে। এদেশের সরকারই তাদের প্রধান ভরসা। এই লেখায় জার্মানির একটি কোম্পানি কীভাবে সংগোপনে সুন্দরবনবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে তার বিষয়ে পর্যালেচনা করেছেন একজন জার্মান অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ। লেখাটি অনুবাদ করেছেন **মওদুদ রহমান**।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এই পরিমাণ বাড়তি উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করে। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র এই মহাপরিকল্পনারই অংশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে নানা বিশ্লেষণ তুলে ধরে বার বার বলা হচ্ছে যে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটির মারাত্মক প্রভাব পড়বে সুন্দরবনের ওপর, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন, এর একটি অংশ আবার ইউনেস্কো ঘোষিত হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত। জার্মানির অন্যতম বৃহৎ পরামর্শক কোম্পানি ‘ফিশনার গ্রুপ’ রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রধান কারিগরি পরামর্শক কোম্পানি। মোংলা বন্দর দিয়েই এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা পরিবহন করা হবে সুন্দরবনের গভীরতম অংশের মধ্য দিয়ে। ফিশনার গ্রুপ এই বন্দর নির্মাণ প্রকল্পে ‘পরিবেশগত সুরক্ষা’র বিষয়টি দেখভালের কাজও পেয়েছে।

এই লেখাটিতে বিশ্বজুড়ে বড় বড় প্রকল্পে পরামর্শক কোম্পানির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে রামপাল প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পে ফিশনার গ্রুপের সংশিষ্টতা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে কঙ্গোতে ২০১৬ সালে এই কোম্পানির দুর্নীতি সংশ্লিষ্টতা আর মালয়েশিয়ায় বিতর্কিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে এই কোম্পানির যোগসাজশের বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে। বহু যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ তুলে ধরার পরও রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ এখনও কেন বন্ধ করা যায়নি তা একটি বিশাল প্রশ্ন বটে! সেই সাথে এটাও একটা প্রশ্ন যে এই বিতর্কিত প্রকল্পে জার্মান কোম্পানির যুক্ততার বিষয়টি কী কারণে জার্মান মিডিয়াসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে আলোচনায় তেমন একটা আসেনি!

Deutsche Bank, DZ Bank Ges German Allianz Group, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (এক্সিম ব্যাংক) ২৫টি শীর্ষ বন্ড হোল্ডারদের মধ্যে অন্যতম। এই এক্সিম ব্যাংক রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রাক্কলিত ২ বিলিয়ন ডলারের ৭০% অর্থ ঋণে জোগান দিচ্ছে।

ফিশনার গ্রুপের অস্বচ্ছ জনযোগাযোগ নীতিমালা

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ফিশনার গ্রুপের বিভিন্ন প্রকল্প সংশ্লিষ্টতা নিয়ে গবেষণার অন্তরায় হচ্ছে এই কোম্পানিটির জনযোগাযোগ নীতিমালার অস্বচ্ছতা। ফিশনার গ্রুপের ওয়েবসাইটে বলা আছে যে এই কোম্পানিটি বাংলাদেশে কেবল একটি প্রকল্পে যুক্ত, অথচ এটি এরই মধ্যে দুটি প্রকল্পে নিজেদের যুক্ত করেছে আর দুটি প্রকল্পই হচ্ছে কয়লাভিত্তিক (২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)।[১] সময়ে সময়ে জার্মান সাংবাদিকরা রামপাল কয়লাভিত্তিক প্রকল্প সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জানতে কোম্পানিটির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি (Perras 2018, Lessat 2017, Finke 2017, Rahman 2017)।[২] কিন্তু এর পরও নানা ধরনের অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং সেকেন্ডারি তথ্যের উৎস থেকে এর একটা ধারণা পাওয়া যায়। এ ধরনের পরামর্শক কোম্পানি, কারিগরি সহায়তা বিষয়ক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোর বাংলাদেশের মত অন্যান্য দেশে বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত হয়ে পরিবেশধ্বংসী কাজ করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও প্রতিবাদকারীদের মৌলিক অধিকার হরণ করার বিষয়টি সামনে তুলে আনার জন্য বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন।

পরামর্শক কোম্পানির কাজ

বাংলাদেশে ফিশনার গ্রুপের কার্যসংশ্লিষ্টতা পৃথিবীজুড়ে এ ধরনের পরামর্শক কোম্পানির প্রভাব বিস্তৃতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। শিল্পের ব্যাপক বিস্তৃতি আর প্রশাসনিক আধুনিকতা প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন মানদণ্ডের সূচনা করেছে, যা সরকার এবং জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) মত প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। পরামর্শক কোম্পানিগুলোর মধ্যে Deloitte, McKinsky, KPMG এবং Price Waterhouse Coopers (PWC) হচ্ছে বহুল পরিচিত।

এরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র নিযুক্ত হয়ে কাজ করে। যেসব প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মানদণ্ড, নীতিমালার খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানে সেসব প্রতিষ্ঠানের সেবা পেতেই সবার আগ্রহ থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কোন প্রকল্প শুরুর আগে প্রারম্ভিক গবেষণা, যাচাইকরণ, সমীক্ষা থেকে শুরু করে প্রকল্পকাজ চলাকালীন দেখভালকরণ এবং পরবর্তী নীতিমালা ঠিক করার কাজগুলো করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যখন সমীক্ষা করে তখন প্রায়ই তা সামাজিক এবং পরিবেশগত সামগ্রিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলো উপেক্ষা করে। সেবাগ্রহীতারা এ ধরনের পরামর্শক কোম্পানি নিয়োগ করার মাধ্যমে যেনতেন উপায়ে প্রকল্পকে জায়েজ করার উপলক্ষ খোঁজে। প্রকল্প বিরোধিতা নাকচ করে দেয়ার উপায় হিসেবে এ ধরনের পরামর্শক কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে কাজ করে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সেক্টরে পরামর্শক কোম্পানি নিয়োগের হার বৃদ্ধির দিকে তাকালেই এদের প্রভাব সম্পর্কে বোঝা যায়। অন্যান্য ব্যবসার মত এ ব্যবসায়ও দুর্নীতি একটি সমস্যা, যা সরকারি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে বন্ধ করা কিংবা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ফিশনার গ্রুপ : অস্বচ্ছ ব্যাবসায়িক নীতি

ফিশনার গ্রুপ একটি পারিবারিক মালিকানাধীন কারিগরি এবং পরামর্শক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। ফিশনার গ্রুপ নবায়ন ও অনবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি পরিবহন, বিতরণ, স্মার্ট গ্রিড, পানি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত সুরক্ষা, ব্যাবসায়িক ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাতে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় এদের ব্যাবসায়িক কাজ পরিচালনা করছে। নিজেদের ওয়েবসাইটে এরা কর্মক্ষেত্রে নিজেদেরকে বিশ্বসেরা বলে দাবি করছে–

> “ফিশনার গ্রুপ জার্মানির শীর্ষস্থানীয় কারিগরি এবং পরামর্শক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর ৬০টি দেশে এই কোম্পানিটির অফিস রয়েছে এবং এর কাজের ক্ষেত্র প্রতিনিয়তই বাড়ছে। ১৯২২ সালে পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে যাত্রা শুরু করে এটি এখন সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে জার্মানির সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ১৫০০ জন কাজ করছে, যার মধ্যে ৫০০ জন কাজ করছে স্টুটগার্ট অফিস থেকে। ১৭০টি দেশে এদের প্রকল্প পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানে ১৮০০টি প্রকল্প চলমান রয়েছে, এদের মধ্যে ৬০০টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে স্টুটগার্ট অফিস থেকে। ২০১৬ সালে এরা ২৮১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মুনাফা করে। বর্তমানে ১৮০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ সমপরিমাণ বিনিয়োগকৃত প্রকল্প এই কোম্পানিটির পরিকল্পনাধীন রয়েছে, যার মধ্যে ৫৩ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ রয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে।”[৩]

২০১৫ সালে এই কোম্পানির ২৮৫ মিলিয়ন ডলার মুনাফার অর্ধেক এসেছিল জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট ব্যবসার মাধ্যমে এবং ১৫ শতাংশ মুনাফা এসেছিল এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া থেকে।

ফিশনার গ্রুপ ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াজুড়ে যে সকল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাথে যুক্ত সবগুলোর উল্লেখ কোম্পানিটির ওয়েবসাইটে নেই <www.fichtner.de/en/projects/> এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকল্পের উল্লেখ শুরুতে কিছুদিন থাকলেও পরবর্তী সময়ে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে যে দুটি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাথে এ কোম্পানিটি যুক্ত সেগুলোর উল্লেখও এদের ওয়েবসাইটে নেই। অথচ এর বাইরে ভারতের ১২টি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার ৮টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের বর্ণনা রয়েছে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সাল পর্যন্ত)। ফিশনার গ্রুপ বায়ু ও সৌরভিত্তিক প্রকল্পেও যুক্ত। প্রকল্পের নাম উল্লেখে এরূপ নীতি প্রধানত বিতর্কিত প্রকল্পগুলোর সাথে নিজেদের জড়িত থাকার বিষয়টিকে আড়াল করার জন্যই করা হয়েছে।

এই লেখাটিতে বিশ্বজুড়ে বড় বড় প্রকল্পে পরামর্শক কোম্পানির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে রামপাল প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পে ফিশনার গ্রুপের সংশিষ্টতা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে কঙ্গোতে ২০১৬ সালে এই কোম্পানির দুর্নীতি সংশ্লিষ্টতা আর মালয়েশিয়ায় বিতর্কিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে এই কোম্পানির যোগসাজশের বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে। বহু যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ তুলে ধরার পরও রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ এখনও কেন বন্ধ করা যায়নি তা একটি বিশাল প্রশ্ন বটে!

ফিশনার গ্রুপ প্রায় ৩০টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত। সেই সাথে ৪০টির মত কর্পোরেট পারিবারের সাথে যুক্ত।[৪] এটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নয়, স্টক একচেঞ্জে এই কোম্পানিটি রেজিস্টার্ড নয়, বরং এটি একটি পারিবারিক মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যেটি এর বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশে বাধ্য নয়। এই ব্যাবসায়িক গ্রুপ নিজেদের নীতি জুলাই ২০১৮ সালে প্রকাশিত দুটি ডকুমেন্টের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে :

> “আমরা সম্পদের টেকসই ব্যবহারের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি আমাদের দেয়া সমাধানের অন্তর্গত বিষয়। প্রতিটি সমাধান প্রস্তাব করার সময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় থাকা প্রয়োজন। ...আমরা আইন-কানুন, নীতিমালা, মানদণ্ড মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। আমরা মানবাধিকার রক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং জাতিসংঘের গোবাল কমপ্যাক্টের নীতিমালা অনুসরণ করি। প্রতিটি প্রকল্পে সমাধানে প্রস্তাবের সময় আমরা টেকসইযোগ্যতার ওপর জোর দেই। আমরা জার্মানিসহ অন্যান্য দেশে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় নীতিমালা মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।”

প্রকাশিত এই দুটি ডকুমেন্টের কোথাও পরিষ্কারভাবে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির কথা উল্লেখ নেই। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রটির সাথে এর সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে তথ্য না প্রকাশ করা প্রকৃতপক্ষে এদের ঘোষিত নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

ফিশনার গ্রুপের প্রধান অফিস স্টুটগার্ডে অবস্থিত। স্টুটগার্ড একই সাথে জার্মান ফেডারেল রাজ্য ব্যাডেন-উইটেমবার্গের রাজধানী। এখানে মার্সিডিজ বেঞ্জ কোম্পানির হেডকোয়ার্টার্সও অবস্থিত। এই রাজ্যটির ক্ষমতায় রয়েছে গ্রিন পার্টি (Die Grünen/B90) এবং রক্ষণশীল পার্টির (CDU) কোয়ালিশনের মাধ্যমে গঠিত সরকার, যা জার্মানিতে একমাত্র। মুখ্যমন্ত্রী উইনফ্রাইড ক্রেচম্যান গ্রিন পার্টির প্রতিনিধি, আর গ্রিন পার্টিই এই কোয়ালিশনের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে। স্টুটগার্ডে গ্রিন পার্টির আধিপত্য বজায় আছে ২০১৩ সাল থেকে। এখানে গ্রিন পার্টির সাথে পরিবেশ সুরক্ষা, উন্নয়ন, মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা ব্যক্তি ও সংগঠনের ভাল যোগাযোগ রয়েছে। ফিশনার গ্রুপ জ্বালানি সেক্টরে পলিসি থিংক ট্যাংক হিসেবে পরিচিত ‘Agora Energiewende’-এর সহযোগী, যেটি জার্মানিসহ পুরো বিশ্বেই জ্বালানি সেক্টরে টেকসই ও নবায়নযোগ্যতা নিয়ে কাজ করছে।[৫] ফিশনার গ্রুপ প্রতিবছরই স্টুটগার্ডে জার্মানির জ্বালানি নীতি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং সংশিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার আয়োজন করে, যা ‘ফিশনার টক’ নামে পরিচিত। ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ফিশনার গ্রুপের সিইও জর্জ ফিশনার এই আয়োজন পরিচালনা করেছেন। এই রাজ্যের পরিবেশ, জলবায়ু ও জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী ফ্রাঞ্জ আটারসেলার ২০১৭ সালে এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প ও ফিশনার গ্রুপ

বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ সরকার দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে, যা মূলত ভারত ও চীনের অর্থায়ন এবং কোম্পানির মাধ্যমে করা হচ্ছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এই অঞ্চলেই অবস্থিত, এই বনের একাংশ ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প এই অঞ্চলের জন্য সরকার ঘোষিত উন্নয়ন প্রকল্পের কেন্দ্রে রয়েছে। ২ বিলিয়ন ডলার প্রাক্কলিত খরচের এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটির কাছেই রয়েছে মোংলা বন্দর। এর সাথে জড়িত রয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা। বাংলাদেশে একমাত্র

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকেই কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। ফুলবাড়ী কয়লা খনি প্রকল্পটি সর্বজনের প্রতিরোধের কারণে ২০০৬ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে। এ কারণে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কয়লা পরিবহন এবং বন্দর নির্মাণ প্রকল্পে ভারত সরকার ৭৩০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করবে, বাকি অর্থের জোগান আসবে চীন সরকারের দেয়া ঋণ সহায়তার মাধ্যমে (New Age, 2018; Dhaka Tribune 2019)।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিপিডিবি) এবং ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনের (এনটিপিসি) যৌথ মালিকানা ভিত্তিক উদ্যোগে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (বিআইএফপিসিএল), যেটি রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। এই কোম্পানিটি মোংলা বন্দরের একাংশ পরিচালনার দায়িত্বও পেয়েছে। বিআইএফপিসিএল ও ফিশনার গ্রুপ ২০১৪ সালের ১৫ মে তারিখে ১৮ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি সই করেছে, যার মাধ্যমে ফিশনার গ্রুপকে এই প্রকল্পের প্রধান কারিগরি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ফিশনার গ্রুপ ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কেনা এবং নির্মাণকাজ দেখভাল করার দায়িত্ব পেয়েছে। এছাড়াও কয়লা পরিবহন, সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে জাহাজ ভর্তি করে কয়লা আনয়নের সময় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মত বিষয়গুলোতেও কোম্পানিটি দায়িত্ব নিয়েছে।

শুরুতে এই প্রকল্পের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, কয়লা কেবল ভারত থেকেই আমদানি করা হবে। এটা এখনও পরিষ্কার নয় যে ফিশনার গ্রুপই ভারত থেকে কয়লা আমদানির বিষয়টিও পরিচালনা করবে কি না।

শুরুতে এই প্রকল্পের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, কয়লা কেবল ভারত থেকেই আমদানি করা হবে। এটা এখনও পরিষ্কার নয় যে ফিশনার গ্রুপই ভারত থেকে কয়লা আমদানির বিষয়টিও পরিচালনা করবে কি না।

বাংলাদেশভিত্তিক সাময়িকী 'এনার্জি বাংলা' ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি এক রিপোর্টে বিআইএফপিসিএলের কাজের বিষয়ে উচ্চকিত হয়ে প্রকাশ করে,

> "বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এই কোম্পানির নেয়া স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে ১৫টি স্কুল ও ৪টি কলেজে ৭৬টি পানি পরিশোধনকারী ফিল্টার হস্তান্তর, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৫টি হুইলচেয়ার বিতরণ এবং গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যসেবায় বিনা মূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন" (এনার্জি বাংলা, ২০১৯)।

ফিশনার ওয়াটার অ্যান্ড উইন্ড হচ্ছে ফিশনার গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানে। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩ সালে ফিশনার গ্রুপের কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের এক অংশে উল্লেখ করে যে এই গ্রুপটি একটি নির্মাণাধীন কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের আশপাশের এলাকায় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে এই কেন্দ্রটির ক্ষতিকর প্রভাব, কয়লা পরিবহন এবং নির্মাণকাজ চলাকালীন প্রভাব আশপাশের জলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ।[৬] যদিও রামপাল প্রকল্পের নাম সেখানে নেয়া হয়নি, কিন্তু কাজের বর্ণনা এবং প্রস্তাবিত মডেলের উপস্থাপনের মাধ্যমে বোঝা যায় যে সেখানে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং মোংলা বন্দরের কথাই বলা হয়েছে।

রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র : ভুলে ভরা পরিবেশগত সমীক্ষা রিপোর্ট এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন

রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের সময় গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার, জোরজবরদস্তি এবং বেআইনি কাজের অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পটি করার পূর্বে স্থানীয় পর্যায়ে কোন আলাপ-আলোচনাই করা হয়নি, যা পরিবেশগত সমীক্ষা রিপোর্টের একটি আবশ্যকীয় অংশ। পরিবেশগত সমীক্ষা রিপোর্টটি বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১৩ সালে অনুমোদন প্রদান করে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞানের অধ্যাপক আব্দুলাহ হারুণ চৌধুরী এই রিপোর্টটির ত্রুটি তুলে ধরে বলেন,

"এই রিপোর্টে সেকেন্ডারি উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে, যার অধিকাংশই ২০১০ সালের পূর্বে সংগৃহীত। সেই সাথে বায়ু, পানি, মাটি ও জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব নিরূপণে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি। এই রিপোর্টে সুন্দরবন অঞ্চলের বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ তুলনা করা হয়েছে শহরাঞ্চলের মানদণ্ডের সাথে। অথচ সুন্দরবন হচ্ছে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, যেখানে এই মানদণ্ডগুলো অবশ্যই ভিন্ন হবে।"

জন এইচ নক্স ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নিরাপদ, নির্মল, স্বাস্থ্যকর ও টেকসই পরিবেশ গঠন বিষয়ক জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। ২০১৮ সালে তাঁর শেষ বক্তব্যে তিনি সুন্দরবনের পাশে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণসহ অন্যান্য শিল্প-কারখানা স্থাপন করার অনুমোদন দেয়ায় বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, "সুন্দরবনের চারপাশে ব্যাপক শিল্পায়ন শুধু এই বনটিকেই হুমকিতে ফেলছে না, যেখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, গাঙ্গেয় ডলফিন এবং অন্যান্য সংকটাপন্ন প্রাণ-প্রজাতি; বরং এই কার্যকলাপের ফলে প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়তে যাচ্ছে, যারা জীবিকার জন্য এই বনের ওপর নির্ভরশীল, যেখান থেকে তাদের খাদ্য, বাসস্থান তৈরির কাঁচামাল এবং ওষুধের জোগান আসে" (Quote of Mr Knox (Knox 2018)। তিনি আরও বলেন, ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি এবং আইইউসিএনের আপত্তি সত্ত্বেও বাংলাদেশ সুন্দরবনের আশপাশে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ ৩২০টিরও অধিক শিল্পভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদন করেছে; এবং এই অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ, সম্মতি আদায় এবং যথাযথ পরিবেশগত সমীক্ষা নিরূপণের মত বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে (reported speech of Mr Knox, D.R.) (Knox 2018))।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখে ফিশনার গ্রুপের প্রশংসা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত দাভোস ওয়ার্ল্ড সামিটসহ বেশ কয়েকটি ফোরামে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছেন যে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে কোন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে না, উপরন্তু এটি ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আলগোর

২০১৭ সালে এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন যে এই প্রকল্পটি পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই নয় । অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই প্রকল্পে জার্মানির ফিশনার গ্রুপের সংযুক্তি সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার নিশ্চয়তা দেবে । ২০১৬ সালে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির কাছে বাংলাদেশ সরকার যে প্রতিবেদন পেশ করে, সেখানেও ফিশনার গ্রুপকে নামকরা পরামর্শক কোম্পানি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ।

২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত আলব্রেখট কোজে সুন্দরবনের নিকটে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থানের সমালোচনা করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "সুন্দরবন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এরকম একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর" (গ্রিন ওয়াচ, ২০১৪) ।

ফিশনার গ্রুপের ঢাকা অফিস এবং অন্যান্য প্রকল্প

গত বছর থেকে বাংলাদেশে ফিশনার গ্রুপের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে । রামপাল ও মাতারবাড়ী প্রকল্পের বাইরে প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ রক্ষা প্রকল্প এবং অফ-গ্রিড প্রকল্প । ফিশনার গ্রুপ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা অফিস চালু করে । বিভিন্ন ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশে অবস্থিত জার্মান দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দ সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সে অনুষ্ঠানে আসা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন কমার্য ব্যাংকের মুখ্য প্রতিনিধি জনাব তৌফিক আলী, বাংলাদেশে পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনা বিষয়ক আইনি পরামর্শক ব্যারিস্টার ওমর এইচ খান, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এনার্জির ডিরেক্টর শাহরিয়ার চৌধুরী এবং র্জামান এমবাসির ডেপুটি হেড অব মিশন মিশেল শালথিস। সেখানে বেশ কয়েকটি উপস্থাপনায় বাংলাদেশে সৌরসহ অন্যান্য প্রকল্পের সাম্ভাব্যতা তুলে ধরা হয় ।

> "সুন্দরবনের চারপাশে ব্যাপক শিল্পায়ন শুধু এই বনটিকেই হুমকিতে ফেলছে না, যেখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, গাঙ্গেয় ডলফিন এবং অন্যান্য সংকটাপন্ন প্রাণ-প্রজাতি; বরং এই কার্যকলাপের ফলে প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়তে যাচ্ছে, যারা জীবিকার জন্য এই বনের ওপর নির্ভরশীল, যেখান থেকে তাদের খাদ্য, বাসস্থান তৈরির কাঁচামাল এবং ওষুধের জোগান আসে"

দক্ষিণ চট্টগ্রামে পরিকল্পনাধীন মাতারবাড়ী প্রকল্পটি রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতই বৃহৎ ক্ষমতাসম্পন্ন। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ৪ বিলিয়ন ডলার অর্থ বিনিয়োগ করবে। ২০১৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি বাংলাদেশ চারটি পরামর্শক ফার্মের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এগুলো হল টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড, নিপ্পন কাই কোম্পানি লিমিটেড, ফিশনার গ্রুপ এবং অস্ট্রেলিয়ার স্মেক ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড। এই চারটি কোম্পানির সাথে ৭০ মিলিয়ন ডলারের ৯ বছর মেয়াদি চুক্তি হয়েছে (The Financial Express, 2015) ।

অথচ যে বিষয়টি ইতোমধ্যেই উলেখ করা হয়েছে যে ফিশনার গ্রুপের ওয়েবসাইটে রামপাল ও মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কোন উল্লেখই নেই (২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত)। বিশ্বব্যাংকের আংশিক অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে করা কেবলমাত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ রক্ষা প্রকল্পটির উল্লেখই সেখানে পাওয়া যায় ।

ফিশনার গ্রুপের কঙ্গোতে দুর্নীতি এবং মালয়েশিয়ান প্রকল্পের বিরুদ্ধে নাগরিক সংগঠনের প্রতিবাদ

কঙ্গোতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ফিশনার গ্রুপ জড়িত ছিল । এ কারণে এই কোম্পানিটির ওপর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউরোপিয়ান ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংকের দীর্ঘ ১৫ মাস নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফিশনার গ্রুপের কোন দরপত্র গ্রহণ করেনি ।

আলোচিত প্রকল্পটি ছিল কঙ্গো নদীর ওপর কয়েকটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণের সাথে যুক্ত । দুইটি বাঁধ ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। তৃতীয়টি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যেটি হবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য তৈরি করা বাঁধ এবং যেটির জন্য প্রায় ৩৫ হাজার মানুষকে নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হতে হবে। দুর্নীতির অভিযোগ আসায় ২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংক সাময়িকভাবে এ প্রকল্প থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। পরবর্তীতে অবশ্য আবার ফিরে আসে । ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে কঙ্গোর ৪০টি নাগরিক সংগঠন দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ ও মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকল্পের স্থগিতাদেশ দাবি করে ।

অপরদিকে ফিশনার গ্রুপ ২০০৮ সালে মালয়েশিয়ায় ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বারাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এটি ছিল বোর্নিও, মালয়েশিয়ার নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিকল্পনার অংশ। প্রাথমিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১২টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎভিত্তিক প্রকল্প। ফিশনার গ্রুপ এই প্রকল্পে নিজেদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবে : "নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের অংশ হিসেবে পূর্বাঞ্চলীয় মালয়েশিয়ার সারাওয়াকে ২০২০ সালের মধ্যে ৫টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে । ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বারাম জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি হবে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র । প্রাথমিকভাবে ফিশনার গ্রুপ প্রকল্পটির সাম্ভাব্যতা যাচাই করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উপায় অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং কারিগরি, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে ।"

মালয়েশিয়ায় আলোচ্য প্রকল্পটির শুরু থেকেই স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রতিবাদ চলছে। মালয়েশিয়ার অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো এই প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক ক্ষতির দিকগুলো যুক্তি-তর্ক-উপস্থাপনায় নানাভাবে তুলে ধরছে । সুইজারল্যান্ডভিত্তিক পরিবেশবাদী সংগঠন ব্রুনো মানসার ফান্ড ২০১২ সালে এ বিষয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে । এ বিষয়ক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "জার্মান প্রকৌশলীরা বোর্নিওর রেইনফরেস্ট ডুবিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। এই কাজ থেকে ফিশনার গ্রুপকে বিরত থাকতে স্থানীয়রা দাবি তুলেছে।" প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, "১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বারাম বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প রেইনফরেস্টের ৪০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা

প্লাবিত করবে এবং প্রায় ২০ হাজার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বাস্তুচ্যুত করবে।” পরিশেষে স্থানীয় সারাওয়াক সরকার এই প্রকল্প কাজ ২০১৫ সালে বন্ধ করে দেয় এবং উল্লেখ করে যে বাঁধ ও পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই প্রকল্পটির আরও যাচাই-বাছাই প্রয়োজন।”

উপসংহার : রামপাল প্রকল্প, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা, নীতিমালা এবং ফিশনার গ্রুপের সংশ্লিষ্টতা

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ, ভারত এবং অন্যান্য দেশের নানা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক উদ্যোগ এবং সংবাদপত্রের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, কলাম, বিবৃতি ও রিপোর্টের মাধ্যমে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের যৌক্তিকতা খারিজ করে দেয়া হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণও এই প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেয়া হয়েছে যে এই প্রকল্পটি আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনায় সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশ, ভারত, ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশের নাগরিক ফোরামগুলো নানাভাবে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছে, সুন্দরবন বাঁচাতে এই প্রকল্প বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু এসবের কোন কিছুই এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পটি বন্ধ করতে পারেনি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই একগুঁয়েমির কারণ কী? এটা নিশ্চিত যে বাংলাদেশ ও ভারতের সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, ফিশনার গ্রুপ, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, জমির দালাল, আমলা–সকলেই এই রামপাল ও মোংলা প্রকল্পে নিজ নিজ স্বার্থ দেখছে। এরা সকলেই রামপাল প্রকল্প নিয়ে চলমান বিরোধিতা নিয়ে ওয়াকিবহাল এবং তা নানাভাবে, এমনকি বেআইনি পন্থা অবলম্বন করে হলেও নস্যাৎ করে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত আছে। ফিশনার গ্রুপ এ প্রকল্প নিয়ে জার্মানিতে যে কোন নাগরিক বিতর্কে বাধা দেয়া কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার নীতি নিয়েছে। এ পর্যন্ত এ নীতিতে তারা সাফল্যই পেয়েছে। বিপরীতে এই প্রকল্প বিরোধিতাকারীরা নিশ্চিতভাবেই নিজ নিজ গবেষণা আরও জোরদার করবে, বিকল্প জ্বালানি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে, কয়লা বিদ্যুতের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রকাশ করবে, এবং বিশ্বজুড়ে নাগরিক সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বাড়াবে, জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে এ প্রকল্পগুলো সম্পর্কে আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরবে।

চলমান এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কয়লাভিত্তিক জ্বালানি নীতি পরিবর্তন করবে, নাকি সকল যুক্তিতর্ক, প্রতিবাদ উপেক্ষা করে নিজ একগুঁয়ে সিদ্ধান্তে অটল থাকবে–সেই প্রশ্ন রয়েই যায়।

ড. ডিটার রাইনহার্ট: পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট, রাইন-ওয়াল ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপলায়েড সায়েন্সেস, জার্মানি
ইমেইল: dieter.reinhardt@ymail.com

টীকা

১) See the Fichtner Groups English project-website. https://www.fichtner.de/en/projects/

২) The request by the autor to talk to the Fichter Groups office in Dhaka about the Rampal plant during a vist in September 2018 was rejected by the Fichtner Groups Headquarter.

৩) See Fichtner Groups website 'Comprehensive expertise. Unique synergies', under https://www.fmc.fichtner.de/en/company/fichtner-group/

৪) See also the D&B Hoovers website 'Fichtner International GmbH & Co. Beteiligungs KG', under www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.fichtner_international_gmbh__co_beteiligungs_kg.c2017a223d970c54.html

৫) See the Agora-Energiewende website 'Fichtner', under https://www.agora-energiewende.de/en/about-us/partners/fichtner/

৬) See the original text : "Pieranlage und Sohlsicherung für einen Kraftwerksneubau, Bangladesch. Für die Konzeption einer Pieranlage im Anlieferungsbereich eines Kohlekraftwerkes in Bangladesch erstellten wir auf Basis unserer tragwerksplanerischen Beurteilung die funktionale Ausschreibung der Baumaßnahme. Ergänzend konzipierten und bewerteten wir die erforderliche Sohlsicherung in Teilbereichen des Gewässers zur Beherrschung der Einflüsse, insbesondere aus dem Schiffsbetrieb, in konstruktiver und wirtschaftlicher Hinsicht. Zudem erstellten wir für die Vorzugsvariante die Ausschreibungsunterlagen." (Fichtner Group 2013: 6)

তথ্যসূত্র

Aferia, Andrea (2016). Economic Development via Dam Building: The Role of the State Government in the Sarawak Corridor of Renewable Energy and the Impact on Environment and Local Communities, in: Southeast Asian Studies, Vol. 5, No. 3, December 2016, pp. 373–412

Allchin, Joseph (2016). Rich Countries Are Still Pushing Dirty Energy on Poor Ones, under
28.10.2016 , under
www.takepart.com/feature/2016/10/28/coal-in-developing-nations bdnews24 (2015). Matarbarhi coal-fired power project gets German-Australian consultants, in: bdnews24, 7.1.2015, under
http://bdnews24.com/bangladesh/2015/01/07/matarbarhi-coal-fired-power-project-gets-german-australian-consultants

BIFPC (2018). "Environmental Impact Assessment of Coal Transportation for the Proposed 2x660 MW Coal Based Maitree Super Thermal Power Project at Rampal, Bagerhat, Bangladesh, Volume 1: Summary Report, Bangladesh-India Friendship Power Company (BIFPC)/Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) a Public Trust under the Ministry of Water Resources, under
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwilsqeZxa7gAhXDLFAKHVL_CvcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bifpcl.com%2Fdownload.aspx%3Ffile%3DBIFPCL270818214642.pdf&psig=AOvVaw0Wv2qhMrUnB72S80hf1iwC&ust=1549797764126963

BIFPC (2016). Annual Report 2015-2016, Bangladesh-India Friendship Power Company (BIFPC), Dhaka,
under
https://bifpcl.com/wp-content/uploads/2017/07/Annual-Report-2015-2016.pdf

BMF (Bruno Manser Fund) (2012 a) Sold Down the River: How Sarawak Dam Plans Compromise the Future of Malaysia's Indigenous Peoples, Basel, under
http://www.stop-corruption-dams.org/resources/Sold_down_the_river_BMF_dams_report.pdf

BMF (Bruno Manser Fund) (2012 b) German engineers plan to flood the rainforest of Borneo, 19. June 2012, under
www.barubian.net/2012/06/german-engineers-plan-to-flood.html

Borchert, Axel (2014). Neue Wege der Kundenanalyse mit Customer Analytics, Power Point Presentation, under www.sapevents.edgesuite.net/de-sap-forum-versorgungswirtschaft/pdfs/t5_2_borchert_fichtner_d2.pdf

BPDB (2018). EPI Document of Consultancy Services, Bangladesh Power Development Board (BPDB), 5.2.2018, under www.bpdb.gov.bd/bpdb/MOheshkhali/EOI Document for Consultancy Service as Owners Engineer for Land Development..pdf

Cassin, Richard L. (2017). World Bank debars Germany’s Fichtner GmbH for Africa misconduct, 7. July 2017, under www.fcpablog.com/blog/2017/7/7/world-bank-debars-germanys-fichtner-gmbh-for-africa-miscondu.html

Dhaka Tribune (2019). Tk 6,256 crore to develop Mongla Port into a first class seaport, in: Dhaka Tribune, 5. January 2019, under https://www.dhakatribune.com/bangladesh/development/2019/01/05/tk3-000cr-mongla-port-development-projects-to-begin-soon

Energy Bangla (2018). BIFPCL Contribute Free Medical Camp, 14. January, 2019, under http://energybangla.com/bifpcl-contribut-free-medical-camp/

Energy Bangla (2016). PM Rules Out Any Harm To Sundarbans From Rampal, 27 Aug. 2016, under http://energybangla.com/pm-rules-out-any-harm-to-sundarbans-from-rampal-pp/

Energy Central News (2019). Mine-mouth coal-fired power plant in Dinajpur signed, in: Energy Central News, 21. Jan. 2019, under https://www.energycentral.com/news/mine-mouth-coal-fired-power-plant-dinajpur-signed?utm_medium=eNL&utm_campaign=DAILY_NEWS&utm_content=176600&utm_source=2019_01_22

Energy and Power (2018).Fichtner Opens Branch in Bangladesh , 13.9.2018, under http://ep-bd.com/view/details/news/NzM4/title?q=FICHTNER++Opens+Branch+in+Bangladesh

Energy News of Bangladesh (2019). BIFPCL contributes for social development in Rampal,15. Jan. 2019, under http://energynewsbd.com/details.php?id=1324

Fichtner Group (2018 a). Corporate Philosophy, Stuttgart, July 2018, under https://www.fichtner.de/userfiles/fileadmin-group/Dateien/Fichtner_Corporate_Philosophy_07-18.pdf

Fichtner Group (2018 b). Code of Conduct, July 2018, under https://www.fichtner.de/userfiles/fileadmin-group/Dateien/Fichtner_Code_of_Conduct_07-18.pdf

Fichtner Group (2018 c). Environmental and Social Impact Assessment (Final Report), CONSULTING SERVICES FOR"TA-9082 INO: Preparing the Eastern Indonesia Sustainable Energy Access Sector Project“, Prepared by Fichtner for the Asian Development Bank. March 2018, under https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/49203/49203-002-eia-en_0.pdf

Fichtner Group (2013). Engineering & Consulting, Wasserbau, Geotechnik, Tragwerksplanung, Offshore, Fichtner Water & Wind GmbH, under https://slidex.tips/download/engineering-consulting

Fichtnertalks (2018). Fichtnertalks, MULTIPLE D“, DER ENERGIEWENDE, Wer treibt wen im Transformationsprozess? under www.fichtnertalks.de/?page_id=3694

Fichtnertalks (2017). Fichtnertalks, STADTWERKE &PRIVATWIRTSCHAFT, Koalition für die Energiewende, under http://www.fichtnertalks.de/wp-content/uploads/2017/09/FT-2017_CONFERENCE-GUIDE-WEB.pdf

Fichtnertalks (2016). Fichtnertalks, Vernetzte Stadtwerke, under www.fichtnertalks.de/docs/FICHTNER_Talks_2016_Programmheft.pdf

Finke, Katharina (2017). Im Sumpf der Kohle, Indien wird für seine Klimapolitik gefeiert. Doch im Nachbarland Bangladesch verdient es an einem schmutzigen Geschäft mit, in: DIE ZEIT, 20. Juli 2017, No 30, p. 24

GCM/Powerchina (2019). GCM and POWERCHINA Inks US$ 4bn Power Deal, Press Release, Dhaka/Bangladesh. 17. Jan. 2019, under POWERCHINA

Government of Bangladesh (2016 a). Power Sector Master Plan 2016. Ministry of Power, Energy and Mineral Resources. September 2016

Government of Bangladesh (2016 b). Updated Report of the Government of Bangladesh on Decision 39 COM 7B.8 by the World Heritage Committee, 27 November 2016, by Ministry of Environment and Forest/Government of Bangladesh, under https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjJgvuz_KTgAhWQzKQKHfWdBscQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwhc.unesco.org%2Fdocument%2F155112&usg=AOvVaw0ZBdHhF-I4H6iV4k4HUbja

Green Watch (2014). Concern at Sunderbans risks not coal-fired project: German envoy, 30. April 2014, under http://greenwatchbd.com/concern-at-sunderbans-risks-not-coal-fired-project-german-envoy/

Hance, Jeremy (2017). Al Gore and Bangladesh PM spar over coal plants in the Sundarbans, in: Mongabay, 30 March 2017 , under https://news.mongabay.com/2017/03/al-gore-and-bangladesh-pm-spar-over-coal-plants-in-the-sundarbans/

Hebertson, Kirk (2013). Malaysia: Authoritarian Leader Lures Investors With Promise of “Responsible” Dams, International Rivers/People/Water/Life, 16.5.2013, unter https://www.internationalrivers.org/blogs/267/malaysia-authoritarian-leader-lures-investors-with-promise-of-“responsible”-dams

IEEFA (ed.) (2016). Risky and Over-Subsidized: A Financial Analysis of the Rampal Power Plant,” by Jai Sharda/Tim Buckley, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA),under http://ieefa.org/wp-content/uploads/2016/06/Risky-and-Over-Subsidised-A-Financial-Analysis-of-the-Rampal-Power-Plant-_June-2016.pdf

Internet Archice/wayback machine (2016). Documentation of Fichtner Groups website (2014-2016) 'Our Business Sector Energy', under (https://web.archive.org/web/20150105053934/http://www.fichtner.de/en/energy/)

Jahangir, Shamim (2018). Matarbari power plant project cost may go up, in: Daily Sun, 6.1.2018, under www.daily-sun.com/post/280123/Matarbari-power-plant-project-cost-may-go-up

Khan, Sharier (2015). Tender late next month, in: The Dail Star, 4.9.2014, under http://103.16.74.132/tender-late-next-month-40131

Khan, Sharier/Rejaul Karim Byron (2015). Target 9,000 MW power, Govt okays appointment of consultant to prepare master plan on Maheshkhali energy hub, in: The Daily Star, 9.

February 2015, under https://www.thedailystar.net/target-9-000mw-power-65580

Knox, John H. (2018). Bangladesh: Tigers' Sundarbans Forest habitat threatened by heedless industrialisation, John H. Knox, Special Rapporteur/ UN Human Rights Council on the issue of human rights obligations related to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, Geneva (31 July 2018), under https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23421&LangID=E

Koepfer, Florian (2016). The Fichtner Group, Corporate Presentation, Energy Efficiency and Renewables in the Industry, German Energy Solutions Initiative, Abu Dhabi, 1. November 2016, under http://vae.ahk.cps-projects.de/uploads/media/8._FICHTNER-20161024.pdf

Lessat, Jürgen (2017). Welterbe zerstören mit Stuttgarter Hilfe, in: Kontextzeitung, Ausgabe 331, 2.8.2017, under https://www.kontextwochenzeitung.de/wirtschaft/331/welterbe-zerstoeren-mit-stuttgarter-hilfe-4514.html?pk_campaign=KONTEXT-per-EMail&pk_kwd=Ausgabe-331

Misser, François (2018). World's biggest non-existent dam gets bit bigger, bit further from existing, in: African Argment, 11. April 2018, under https://africanarguments.org/2018/04/11/worlds-biggest-non-existent-dam-gets-bit-bigger-bit-further-from-existing-congo-grand-inga/

NCBD (2017). The Alternative Power and Energy Plan for Bangladesh, Draft for consultation prepared by National Committee to Protect Oil Gas Mineral Resources Power and Ports, Bangladesh (NCBD), Abridged version, 22 July 2017, Dhaka, under http://ncbd.org/wp-content/uploads/2018/01/The-Alternative-Power-and-Energy-Plan-for-Bangladesh-by-NCBD.pdf

New Age (2018). Govt takes mega project for development of Mongla Port, in: New Age, 6. July 2018, under www.newagebd.net/article/45384/govt-takes-mega-project-for-development-of-mongla-port

Nurunnabi, Md. /Naruttam Kumar Roy/ Hemanshu Roy Pota (2018). Optimal sizing of grid-tied hybrid renewable energy systems considering inverter to PV ratio—A case study, in: Journal of Renewable and Sustainable Energy 11, 013505, January 2019, p.

Perras, Arne (2018). Bangladesch, Am Rande der Welt, in: Süddeutschen Zeitung, 10.2.2018

Preetha, Sushmita S. (2015). SUNDARBANS UNDER THREAT, in: The Daily Star, 25. July 2015, under https://www.thedailystar.net/in-focus/sundarbans-under-threat-116224

Rahman, Mowdud (2017). Die enorme Abhängigkeit von Kohle, Eine düstere Zukunft für Bangladesch, in: Forum Umwelt & Entwicklung (2017). RUNDBRIEF, 4/2017, S. 31-32

Risad, Mahfuj (2018). Coal mining resumes at Barapukuria, in: Energy Bangla, 8.September 2018, under http://energybangla.com/coal-mining-resumes-at-barapukuria/

Rivers Without Borders (2018).Inga III hydropower project must be suspended 40 local Congolese CSOs say, 18 September 2018 , 18. September 2018, under https://www.transrivers.org/2018/2381/

Shiraishi, Kenji/Rebekah Shirley/et al. (2018). Identifying High Priority Clean EnergyInvestment Opportunities for Bangladesh, Renewable and Appropriate Energy Laboratory (RAEL), University of California, Berkeley, International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD), School of Environmental Science and Management, Independent University, Bangladesh (IUB), 18. Feb. 2018, under www.icccad.net/wp-content/uploads/2014/05/Identifying_investment_Opportunities-for-clean-energy-options-in-Bangladesh.pdf

Soong, Kua Kia (2019). The plight of our indigenous people, in: FMT News, January 25, 2019, under https://www.freemalaysiatoday.com/category/opinion/2019/01/25/the-plight-of-our-indigenous-people/

South Asians for Human Rights (2015). Report of the fact finding mission to Rampal, Bangladesh, Colombo

The Daily Star (2018). Rampal Project: Special kind of construction materials not being used, 13. April 2018, under https://www.thedailystar.net/frontpage/rampal-project-special-kind-materials-not-being-used-1562206

The Financial Express (2015). Early completion of Matarbari coal-fired power plant sought, in: The Financial Express 8. 1. 2015, under http://hawkerbd.com/news_details_print.php?news_id=393846

Urgewald (2018). The 2018 Coal Plant Pipeline–A Global Tour, Ocrober 2018, Sassenberg, under https://urgewald.org/sites/default/files/Urgewald_Report_Coal_WEB_0.pdf.

Vidal, John (2016). Construction of world's largest dam in DR Congo could begin within months, in: The Guardian 28. May 2016

World Bank (2018). IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT (H909-ZR) ON A GRANT IN THE AMOUNT OF SDR 47.7 MILLION (US$64.5 MILLION EQUIVALENT) TO THE DR CONGO FOR A DRC INGA 3 AND MID-SIZE HYDROPOWER DEVELOPMENT TA (P131027), February 5, 2018

World Bank (2017). World Bank Announces Settlement with Fichtner GmbH & Co. KG, WASHINGTON, June 30, 2017, PRESS RELEASE NO: 2017/INT/296, under www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/06/30/world-bank-announces-settlement-with-fichtner-gmbh-co-kg

Yong, Carol/SACCESS/JKOASM (2014). Deforestation Drivers and Human Rights in Malaysia, A national overview and two sub-regional case studies, unter https://rightsanddeforestation.org/wp-content/uploads/2018/02/Malaysia-deforestation-drivers-and-human-rights.pdf

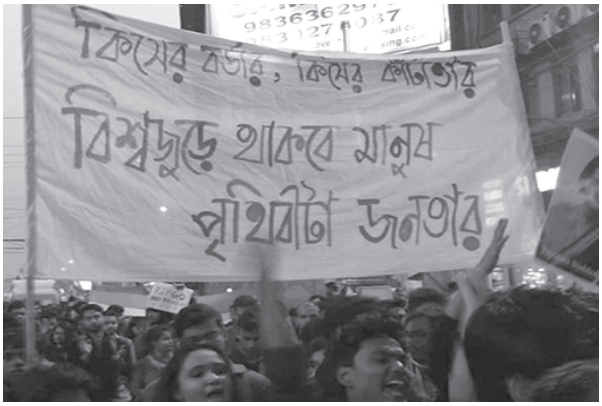

ভারতের গণআন্দোলনে পোস্টার: ফেসবুক থেকে সংগৃহীত